সন্তান ভূমিষ্ঠ হতেই ‘প্রাণ’ পেলেন মা

বাঁকুড়া মেডিক্যালে ঝুঁকি নিয়ে নজিরবিহীন সিজার

গৌতম ব্রহ্ম

নিয়ম মানতে গেলে হয়তো দু’টি প্রাণই ঝরে যেত!

ভোর পাঁচটা পয়ত্রিশ থেকে সাড়ে ছ’টা।

এক ঘণ্টার নাছোড়বান্দা লড়াই। অ্যানিস্থিশিষ্ট নেই। দু’টি ফুসফুস জলে ভর্তি। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ। ‘একল্যাম্পসিয়া’-য় আক্রান্ত প্রসূতিকে ওটি রুমে নিয়ে যাওয়ারও সময় নেই ।

‘কার্ডিও পালমোনারি অ্যারেস্ট’ হওয়া সেই প্রসূতিকে লেবার রুমেই ঝুঁকি নিয়ে ‘ব্লেড’ চালিয়ে ‘পেরিমর্টেম সিজার’ করলেন বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কতর্ব্যরত এক চিকিৎসক। বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রায় অলৌকিকভবেই প্রাণের সঞ্চার হল প্রসূতির শরীরে। আনন্দে চোখে জল চলে এল লেবার রুমের অন্য প্রসূতিদের।

এদিকে, ডাক্তারের সাহস দেখে স্তম্ভিত চিকিৎসককুল। প্রসূতি ও তাঁর সন্তানকে বাঁচাতে না পারলে নিঃসন্দেহে সমালোচনার ঝড় উঠত ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। হয়তো চাকরি চলে যেত। নিদেনপক্ষে শো-কজ হত। কিংবা প্রসূতির পরিবার দায়ের করত অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা। সেই সব কিছুর তোয়াক্কা না করে দু’টি জীবনকে বাঁচাতে অভাবনীয় কাণ্ড করে বসলেন ডাক্তার। মরা মানুষকে কেটে যেভাবে ময়নাতদন্ত হয়, অনেকটা সেই ধাঁচেই প্রসূতিকে অবশ করার ওষুধ না দিয়েই ‘পেরিমর্টেম সার্জারি’ করলেন চিকিৎসক। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন দু’টি জীবন। এই জন্যই বোধহয় চিকিৎসকদের ভগবনের দূত বলা হয়।

প্রসূতির নাম কবিতা মহাপাত্র। বাড়ি বাঁকুড়ার ছাতনা থানা এলাকার জামতোড়া কাঠারিয়া গ্রামে। গত ৩ মে ভোর পাঁচটা পয়ত্রিশ নাগাদ হঠাৎ

মায়ের কোলে সদ্যোজাত। বাঁকুড়া মেডিক্যালে।

কবিতার প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। তাঁকে অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়। ইমার্জেন্সিতে তখন ডিউটিতে ছিলেন ডা. অনির্বাণ দাশগুপ্ত। তিনি জানান, ছ’টা নাগাদ প্রসূতির রক্তচাপ বাড়তে শুরু করে। ১৬০ বাই ১১০। ছ’টা নাগাদ বন্ধ হয়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাস। স্তব্ধ হয়ে যায় হৃৎপিণ্ড। সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার অ্যানেস্থেসিস্টকে ‘কল’ করা হয়। সেই সঙ্গে শুরু করা হয় সিপিআর। কিন্তু, কিছুতেই হৃৎস্পন্দন চালু করা যাচ্ছিল না। অন্য অপারেশন চলায় আটকে গিয়েছিলেন অ্যানিস্থিশিষ্টও। বাধ্য হয়ে সাড়ে ছ’টায় লেবার রুমে বসেই অপারেশন করেন অনির্বাণ। ব্লেড চালিয়ে সিজার করে কবিতার জঠর থেকে টেনে বের করেন এক কন্যাসন্তানকে। পাঠান এসএনসিইউ-তে।

এরপর শুরু হয় যমে-মানুষে টানাটানি। অপারেশন চলাকালীন সিপিআর একবারে জন্যও বন্ধ হয়নি। অনির্বাণের সহকারীরা পাম্প করেই যাচ্ছিলেন। কিন্তু হৃৎস্পন্দন চালু হচ্ছিল না। পরে অ্যানেস্থেশিষ্ট এসে ফুসফুস থেকে জল বের করে ভেন্টিলেশনে দেন কবিতাকে। সোয়া সাতটা নাগাদ ফের পাওয়া যায় নাড়ির স্পন্দন। সচল হয় ফুসফুস, হৃৎপিন্ড। আস্তে আস্তে জ্ঞান ফেরে কবিতার। পরের দিনই আইসিইউ থেকে ‘অবজারভেশন ওয়ার্ড’-এ স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। ১০ মে সন্তানকে কোলে নেন কবিতা। নিয়ম মেনে হয় ‘ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার’-ও। কবিতা এখন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবজ্যোতি সাঁতরার অধীনে চিকিৎসাধীন। অনির্বাণ জানালেন, “ওই পরিস্থিতিতে অন্য কোনও উপায় ছিল না। বিদেশে এমনটা হয়। মা মরণাপন্ন হলে ‘পেরিমর্টেম সার্জারি’ করে সন্তানকে বের করে মাকে বাঁচানোর একটা শেষ চেষ্টা করা হয়। আমিও সেই নিয়ম মেনেই কাজ করেছি।”

বাঁকুড়া মেডিক্যালের অধ্যক্ষ ডা. পার্থপ্রতিম প্রধান জানান, মা মারা যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সিজার করতে পারলে সন্তানকে বাঁচানো যায়। অনির্বাণ প্রসূতির স্বামী মহাদেব মুর্মুর মৌখিক সম্মতি নিয়ে সেটাই করার চেষ্টা করেছেন। ঝুঁকি নিয়েছেন। এক মিনিট দেরি হলে হয়তো দু’টো প্রাণই ঝরে যেত। কিন্তু ভাগ্য সাহসীদের সহায় হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের শরীরেও নতুন করে প্রাণসঞ্চার হল। এটা সত্যিই অভাবনীয়।